ভারতের ইউনিয়ন

বনাম

নিসার পল্লাতুকাড়ভিল আলিয়ার

(২০১৯ সালের বিশেষ আপিলের অনুমতির আবেদন (ফৌজদারি অপরাধ) নং ৭০১৬)

২১ শে আগস্ট ,২০১৯

[উদয় উমেশ ললিত এবং আর সুভাষ রেড্ডি, বিচারপতিদ্বয়]

বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ এবং চোরাচালান প্রতিরোধ আইন, ১৯৭৪ - ধারা ৮(ক) - উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সি ও এফ ই পি ও এস এ আইনের ধারা ৩(১) এর অধীনে আটকের আদেশ জারি করেছে, যার ফলে বিবাদীকে আটক করা হয়েছে - আটকের আদেশটি উপদেষ্টা বোর্ডের কাছে পাঠানো হয়েছে - উপদেষ্টা বোর্ড তার প্রতিবেদনে মতামত দিয়েছে যে সি ও এফ ই পি ও এস এ এর ধারা ৩(১) এর অধীনে বিবাদীকে অব্যাহত আটক রাখার জন্য পর্যাপ্ত কারণ নেই - সংক্ষুব্ধ, আবেদনকারী-ভারতীয় ইউনিয়ন উপদেষ্টা বোর্ডের মতামতের বিরুদ্ধে আপিলের বিশেষ অনুমতি দাখিল করেছে – আদেশ: উপদেষ্টা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত মতামতের প্রকৃতি বিচারিক বা আধা বিচারিক নয়; উপদেষ্টা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত মতামতকে ফৌজদারি আদালতের রায় হিসাবে বিবেচনা করা ভুল এবং অনিরাপদ হবে; উপদেষ্টা বোর্ড নাগরিকের আটকের যথার্থতা বা বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্নটি আদালতের মতো বিচার করে না, বরং এর কার্যকারিতা সীমিত - মতামতটি কেবল সরকারকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে এবং এটি উপযুক্ত সরকারের উপর কেবল তখনই বাধ্যতামূলক যখন তারা আটক ব্যক্তির পক্ষে যায়, যখন এটি তার বিরুদ্ধে যায় তখন নয় - অধিকন্তু, উপদেষ্টা বোর্ডের মতামত বিচারিক আদালত/ট্রাইব্যুনাল দ্বারা পর্যালোচনা বা যাচাই-বাছাইয়ের বিষয় হতে পারে না - সুতরাং, উপদেষ্টা বোর্ডের মতামতকে বিরোধিতা করে আবেদনটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয়।

বিষয়গুলির নিষ্পত্তি করে, আদালত

আদেশঃ ১. সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদের (৪) প্রকরণ পরিপ্রেক্ষিতে, প্রতিরোধমূলক আটকের বিধানকারী কোনও আইন কোনও ব্যক্তিকে তিন মাসের বেশি সময়ের জন্য আটক রাখার অনুমোদন দেবে না, যদি না কোনও উপদেষ্টা বোর্ড উক্ত তিন মাসের সময়ের আগে জানিয়ে থাকে যে এই ধরনের আটকের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। আটকের যথেষ্ট কারণ আছে কি না, এই প্রশ্নটি উপদেষ্টা বোর্ডের একচেটিয়া অধিকারের মধ্যে রয়েছে। সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদের (৭) (গ) প্রকরণ অনুসারে,

উপদেষ্টা বোর্ড কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি সংসদ আইন দ্বারা নির্ধারণ করতে পারে।

২) তদনুসারে, সংসদ কর্তৃক প্রণীত বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ ও চোরাচালান প্রতিরোধ আইন, ১৯৭৪-এর ধারা ৮-এ যথাযথ বিধান করা হয়েছে। উক্ত ধারা ৮-এর উপ-ধারা (খ) উপদেষ্টা পর্ষদকে সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদের (৪) প্রকরণ উপ-ধারা (ক)-এর অধীনে প্রতিবেদন তৈরি করতে সক্ষম করার জন্য পরামর্শ দেয়, যেখানে উক্ত ধারা ৮-এর উপ-ধারা (গ), (ক) এবং (সেন্ট) উপদেষ্টা পর্ষদ কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত। ধারা ৮-এর উপ-ধারা (ই)-এর পরিপ্রেক্ষিতে, উপদেষ্টা বোর্ডের প্রতিবেদনটি দুটি অংশে হতে হবে। প্রথম অংশটি হল উপদেষ্টা পর্ষদের দ্বারা করা মূল্যায়নকে একটি প্রতিবেদনের আকারে অন্তর্ভুক্ত করা যা সম্পূর্ণ গোপনীয়। দ্বিতীয় অংশে মতামতের আকারে এই ধরনের মূল্যায়নের ফলাফল রয়েছে। এটি শুধুমাত্র মতামতের দ্বিতীয় অংশ যা গোপনীয় নয়। ধারা ৮-এর উপ-ধারা (চ) উপযুক্ত সরকারকে আটকাদেশ প্রত্যাহার করতে বাধ্য করে এবং যদি উপদেষ্টা পর্ষদ রিপোর্ট করে যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মতামত ছিল, তবে সেই ব্যক্তিকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে বাধ্য করে।যাইহোক, যদি মতামতটি অন্যরকম হয় এবং উপদেষ্টা বোর্ড খুঁজে পায় যে টর ব্যক্তির আটকের যথেষ্ট কারণ ছিল, উপযুক্ত সরকার আটকের আদেশ 'নিশ্চিত' করতে পারে এবং আটক অব্যাহত রাখতে পারে। পছন্দটি কেবল এই দুটি ঘটনার পরের দিকে উপযুক্ত সরকারের কাছে উপলব্ধ। অতএব, যদি মতামত হয় যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আটকের জন্য পর্যাপ্ত কারণ ছিল না, তবে উপযুক্ত সরকারকে আটকের আদেশ প্রত্যাহার করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। [অনুচ্ছেদ ১০] [৪১৪-বি-এফ]

৩) উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপদেষ্টা পর্ষদ কর্তৃক প্রদত্ত মতামতের প্রকৃতি বিচার বিভাগীয় বা আধা-বিচার বিভাগীয় নয়; যে উপদেষ্টা পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত মতামতকে ফৌজদারি আদালতের রায় হিসাবে বিবেচনা করা ভুল এবং অনিরাপদ হবে; যে উপদেষ্টা বোর্ড নাগরিকের আটকের যথার্থতা বা বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্নটির বিচার করে না, কারণ আদালত তা করবে, কিন্তু তার কার্যকারিতা সীমিত। অক্ষয় কোনাই মামলায় যেমন বলা হয়েছে,

মতামতটি কেবল সরকারকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে এবং এটি উপযুক্ত সরকারের উপর কেবল তখনই বাধ্যতামূলক যখন এটি আটক ব্যক্তির পক্ষে যায়, যখন এটি তার বিরুদ্ধে যায় না। উক্ত সিদ্ধান্তে বলা হয়েছিল যে উপদেষ্টা বোর্ডের মতামত বিচার বিভাগীয় আদালত/ট্রাইবুনেল দ্বারা পর্যালোচনা বা তদন্তের বিষয় হতে পারে না। গোপনীয়তার উপাদানটিও নোট করা হয়েছিল এবং এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে উপদেষ্টা বোর্ডের মতামত কখনই কোনও ট্রাইবুনেলের সামনে যোগ্যতার ভিত্তিতে বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত নয়, [অনুচ্ছেদ ১৫] [৪১৮-ই-জি]

ধরম সিং রাঠি বনাম পঞ্জাব রাজ্য এবং অন্যান্যরা এ. আই. আর ১৯৫৮ এস. সি ১৫২: [১৯৫৮] এস. সি. আর ৯৯৬; অক্ষয় কোনাই বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য (১৯৭৩) ১ এস. সি. সি ২৯৭; এ. কে রায় বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা (১৯৮২) ১ এস. সি. সি ২৭১: [১৯৮২] ২ এস. সি. আর ২৭২; কলকাতা ডক লেবার বোর্ড এবং অন্যান্যরা বনাম জাফর ইমাম এবং অন্যান্যরা [১৯৬৫] ৩ এস. সি. আর ৪৫৩-এর পরে।

ভারত ব্যাঙ্ক লিমিটেড, দিল্লি বনাম ভারত ব্যাঙ্ক লিডের কর্মচারী, দেথি [১৯৫০] এস. সি. আর ৪৫৯; কলম্বিয়া স্পোর্টসওয়্যার কোম্পানি বনাম আয়কর পরিচালক, ব্যাঙ্গালোর (২০১২) ১১ এস. সি. সি ২২৪: [২০১২] ৭ এস. সি. আর ১৮৭ -উল্লিখিত।

মামলা প্রসঙ্গ

[১৯৫৮] এস.সি.আর. ৯৯৬	অনুসরণ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৬
(১৯৭৩) ১ এস.সি.সি. ২৯৭	অনুসরণ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৬
[১৯৮২] ২ এস.সি.আর. ২৭২	অনুসরণ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৬
[১৯৬৫] ৩ এস.সি.আর. ৪৫৩	অনুসরণ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৬
[১৯৫০] এস.সি.আর. ৪৫৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৭
[২০১২] ৭ এস.সি.আর. ১৮৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৭

ফৌজদারি আবেদন/মৌলিক বিচার বিভাগীয় বিশেষ অনুমতি আবেদন (ফৌজদারি) ২০১৯ সালের ৭০১৬ নং।

বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ এবং চোরাচালান কার্যকলাপ প্রতিরোধ, ১৯৭৪-এর ধারা ৮ (ক)-এর অধীনে ২০১৯ সালের ৮১ নং প্রসঙ্গের অধীনে গঠিত উপদেষ্টা বোর্ডের ২২.০৭.২০১৯ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত ।

সঙ্গে

২০১৯-এর এস. এল. পি. (সিআরএল.) নং. ৭০২১,২০১৯-এর ডব্লিউ. পি. (সিআর১.) নং. ২১০ এবং ২২০

কে. এম. নটরাজ, এ. এস. জি, বিক্রম চৌধুরী, মুকুল রোহতগি, প্রবীণ আইনজীবী, সুশ্রী বিনু তাম্‌তা, ধ্রুব তাম্‌তা, সুশ্রী কানু আগরওয়াল, শরথ এন নাম্বিয়ার, বিনায়ক শর্মা, বি. কৃষ্ণ প্রসাদ, সঞ্জয় আগরওয়াল, আশিস বাত্রা, ওয়াট্টান শর্মা, হর্ষিত শেঠি, ঋষি সেহগাল, ভামশি রাও, কেশবম চৌধুরী, অমিত কে. নাইন, সার্থক সচদেব, পি. বনশি রাও, আনজু কে. ভার্কি, আইনজীবী . উপস্থিত দলগুলির জন্য।

আদালত কর্তৃক রায়টি প্রদান করেছিলেন

উদয় উমেশ ললিত, বিচারপতি

১) আপিলের জন্য বিশেষ অনুমতির জন্য এই পিটিশনটি প্রসঙ্গ -এ বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ এবং চোরাচালান কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন, ১৯৭৪ ('সি অ এফ ই পি অ এস এ আইন', সংক্ষেপে)-এর ধারা ৮ (এ)-এর অধীনে গঠিত উপদেষ্টা বোর্ডের ২২.০৭.২০১৯ তারিখের মতামতকে বিরোধিতা জানায়- ২০১৯-এর ৮১ নং অনুচ্ছেদ। উপদেষ্টা পর্ষদের প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অংশে মতামতটি ছিল নিম্নরূপঃ

"উপদেষ্টা পর্ষদের অভিমত হল যে বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ ও চোরাচালান প্রতিরোধ আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪-এর ৫৫)-এর ধারা ৩-এর অধীনে উপরোক্ত নামধারী বন্দীদের অব্যাহত আটকের কোনও যথেষ্ট কারণ নেই।"

২) বর্তমান ক্ষেত্রে, সি অ এফ ই পি অ এস এ আইনের ৩ (১) ধারার অধীনে আটকের আদেশ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা ১৭.০৫.২০১৯-এ পাস করা হয়েছিল, যার ভিত্তিতে এখানে উত্তরদাতাকে আটক করা হয়েছিল। নথি এবং কারণগুলি বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে প্রদান করা হয়েছিল। এরপরে ২০১৯ সালের রিট পিটিশন (ফৌজদারি) কিছু কারণে আটকের আদেশকে বিরোধিতা করে বোম্বে হাইকোর্ট এর এখতিয়ার এ দায়ের করা হয়েছিল। বর্তমান আবেদনকারীর প্রতিক্রিয়া দায়ের করার পরে, হাইকোর্ট তার তারিখের আদেশের মাধ্যমে এই রিট পিটিশনটিকে অনুমতি দেয় এবং আটকের আদেশ বাতিল করে দেয়। তবে, আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী অনুরোধে, হাইকোর্ট আবেদনকারীকে এই আদালতে যেতে এবং হাইকোর্টের প্রদত্ত রায়কে বিরোধিতা করতে সক্ষম করার জন্য তার নিজস্ব আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত করে। তদনুসারে, আবেদনকারী এই আদালতে ২০১৯ সালের বিশেশ অনুমতির আবেদন (ফৌজদারি) নং ৫৪৫৯ দায়ের করেছিলেন।

৩) ২০১৯ সালের পূর্বোক্ত বিশেষ ছুটি আর্জি (ফৌজদারি) নং ৫৪৫৯ এবং অন্যান্যরা সংযুক্ত আপিল থেকে উদ্ভূত ২০১৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১০৬৪-এ গৃহীত ১৮.০৭.২০১৯ তারিখের রায় এবং আদেশের মাধ্যমে, এই আদালত উক্ত আপিলের অনুমতি দেয় এবং ২৫.০৬.২০১৯ তারিখের হাইকোর্টের রায় বাতিল করে দেয়।

৪) ইতিমধ্যে, সি অ এফ ই পি অ এস এ আইনের ধারা ৮ (খ)-এর পরিপ্রেক্ষিতে, উপরে উল্লিখিত আটকের আদেশ অনুসারে উত্তরদাতা-বন্দীর মামলাটি উপদেষ্টা পর্ষদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। এটি একটি নথির বিষয় যে এই আদালতের তারিখের ১৮.০৭.২০১৯ সিদ্ধান্তটি যুগ্ম পরিচালক, অর্থ মন্ত্রক, রাজস্ব গোয়েন্দা অধিদপ্তর, ভারত সরকারের অনুরোধ অনুসারে উপদেষ্টা বোর্ডের নজরে আনা হয়েছিল। ২২.০৭.২০১৯-এ উপদেষ্টা বোর্ড খুঁজে পেয়েছে যে উত্তরদাতা-বন্দীকে অব্যাহত আটক রাখার কোনও পর্যাপ্ত কারণ ছিল না এবং উপরে বর্ণিত হিসাবে তার মতামত প্রদান করেছে।

৫) ক্ষুব্ধ আবেদনকারী উপদেষ্টা বোর্ডের উপরোক্ত মতামতের বিরুদ্ধে আপিল করার জন্য বিশেষ ছুটির জন্য বর্তমান আর্জি দায়ের করেছেন। ০৮.০৮.২০১৯ এই আদালতের একটি বেঞ্চ নিম্নলিখিত আদেশটি পাস করেছেঃ-

"এই বিশেষ অনুমতির আবেদনে, ভারতের ইউনিয়ন ২২.০৭.২০১৯ তারিখের উপদেষ্টা বোর্ডের মতামতকে বিরোধিতা করেছে।

২০১৯ সালের ফৌজদারি আপিল (২০১৯ সালের এসএলপি (সিআরএল) নং ৫৪৫৯ থেকে উদ্ভূত)-এ উত্তরদাতার বিরুদ্ধে গৃহীত আটক আদেশের বিষয়ে, আমরা আমাদের মতামত প্রকাশ করে '১৮.০৭.২০১৯'-এ রায়টি পাস করেছি। যেহেতু আমরা ইতিমধ্যে আমাদের মতামত প্রকাশ করেছি, তাই আমরা মনে করি যে বিষয়টি (গুলি) ভারতের প্রধান বিচারপতির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় আদেশ পাওয়ার পরে অন্য কোনও বেঞ্চের সামনে রাখতে হবে। ভারতের প্রধান বিচারপতির দ্বারা গৃহীত আদেশ সাপেক্ষে, সেই অনুযায়ী অন্য কোনও বেঞ্চের সামনে বিষয়টি তালিকাভুক্ত করুন।

আর্জি টি সেই অনুযায়ী ১৬.০৮.২০১৯-এ পোস্ট করা হয়েছিল, যেহেতু এতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিষয়গুলি জড়িত ছিল, তাই বিষয়টি অবশেষে শুনানি হয়েছিল, যার শেষে খোলা আদালতে একটি আদেশ জারি করা হয়েছিল। উপদেষ্টা বোর্ডের মতামতের বিরুদ্ধে দায়ের করা পিটিশনটি খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল এবং আটক ব্যক্তিকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আদেশের কার্যকরী অংশের সমর্থনে নিম্নলিখিত কারণগুলি রয়েছে।

৬) শুরুতে, শ্রীযুক্ত মুকুল একটি প্রাথমিক আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন রোহতগি, আপিলের জন্য বিশেষ ছুটির জন্য বর্তমান আর্জির রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা সম্পর্কে উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত হয়ে সিনিয়র অ্যাডভোকেটে নেতৃত্ব দেন। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে, সি অ এফ ই পি অ এস এ আইনের ৮ ধারার উপ-ধারা (গ)-এর অধীনে উপদেষ্টা পর্ষদকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আটক করার জন্য এখানে যথেষ্ট কারণ রয়েছে কি না সে সম্পর্কে উক্ত প্রতিবেদনের একটি পৃথক অনুচ্ছেদে তার মতামত নির্দিষ্ট করে তার প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে; যে প্রতিবেদনের সেই অংশটি ব্যতীত যেখানে উপদেষ্টা বোর্ডের মতামত নির্দিষ্ট করা হয়েছে, বাকি প্রতিবেদনটি গোপনীয়; এবং ৮ ধারার উপ-ধারা (ছ)-এর পরিপ্রেক্ষিতে, যদি উপদেষ্টা বোর্ড জানিয়েছে যে তার মতে কোনও ব্যক্তিকে আটক করার জন্য পর্যাপ্ত কারণ নেই, তবে উপযুক্ত সরকার আটকের আদেশ প্রত্যাহার করতে বাধ্য এবং সেই ব্যক্তিকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে বাধ্য। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে উপদেষ্টা বোর্ডের প্রতিবেদনে যে যুক্তিটি বিবেচনা করা হয়েছে তা অযৌক্তিক হবে এবং নিছক মতামত কোনও আদালতে কোনও বিরোধিতার বিষয় হতে পারে না এবং ১৩৬ (১) অনুচ্ছেদের অধীনে একটি আর্জি টেকসই হবে না। জনাব, রোহতগি, বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী, ধরম সিং রাঠি বনাম পাঞ্জাব রাজ্য এবং অন্যান্যদের [১] ক্ষেত্রে এই আদালতের স্পন সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন!, অক্ষয় কোনাই বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য [২] এ কে রায় বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা [৩] 'এবং কালেউট্টা ডক শ্রম বোর্ড এবং অন্যান্যরা বনাম জাফর ইমাম এবং অন্যান্যরা [৪]।

৭) অন্যদিকে, বিজ্ঞ অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল শ্রী কে. এম. নটরাজ বলেন যে, যদি উপদেষ্টা বোর্ডের মতামত আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে হয়, তবে উপদেষ্টা বোর্ডের মতামত এবং/অথবা প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে কোনও বিরোধিতা থাকতে পারে না এবং সেই পরিমাণে মতামতটি অযৌক্তিক হবে। তবে, তাঁর জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে, যদি উপদেষ্টা বোর্ডের মতামত এইরকম হয় যে, যে ব্যক্তিকে আটক করার জন্য পর্যাপ্ত কারণ নেই, তবে বিরোধিতা টি এখনও উপলব্ধ ছিল ® উপযুক্ত সরকার এবং এই ধরনের মতামত দেওয়ার সময় উপদেষ্টা বোর্ডের ক্ষমতা একটি ট্রাইবুনেলের হবে এবং তাই মতামতটি একটি বিরোধিতার বিষয় হতে পারে। তিনি এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন ভারত ব্যাঙ্ক লিমিটেড, দিল্লি বনাম ভারত ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কর্মচারী, দেথি এবং কলম্বিয়া স্পোর্টসওয়্যার কোম্পানির আয়কর পরিচালক, ব্যাঙ্গালোরের [৬] ক্ষেত্রে।

---

১ এআইআর ১৯৫৮ এসসি ১৫২ = ১৯৫৮ এসসিআর ৯৯৬

২ (১৯৭৩) ১ এসসিসি ২৯৭

৩ (১৯৮২) ১ এসসিসি ২৭১

৪ (১৯৬৫) ৩ এসসিআর ৪৫৩ = এআইআর ১৯৬৬ এসসি ২৮২

৫ ১৯৫০ এসসিআর ৪৫৯ = এআইআর ১৯৫০ এসসি ১৮৮

৬ (২০১২) ১১ এসসিসি ২২৪

৮. সি অ এফ ই পি অ এস এ আইনের ৮ নং ধারাটি নিম্নরূপঃ ~

৮. উপদেষ্টা পর্ষদ-সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদের (৪) ধারার (ক) উপ-ধারা এবং (৭) ধারার (গ) উপ-ধারার উদ্দেশ্যে - (ক) কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রতিটি রাজ্য সরকার, যখনই প্রয়োজন হবে, এক বা একাধিক উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন করবে, যার প্রত্যেকটিতে একজন চেয়ারম্যান এবং সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদের (ক) ধারার উপ-ধারা (ক)-এ নির্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন আরও দুজন ব্যক্তি থাকবেন।

(খ) ধারা ৯-এ অন্যথা বিধান করা ব্যতীত, উপযুক্ত সরকার, আটক আদেশের অধীনে কোনও ব্যক্তিকে আটক রাখার তারিখ থেকে পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে, সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদের ধারা (৪)-এর উপ-ধারা (ক)-এর অধীনে উপদেষ্টা পর্ষদকে প্রতিবেদন তৈরি করতে সক্ষম করার জন্য ধারা (ক)-এর অধীনে গঠিত উপদেষ্টা পর্ষদের কাছে একটি প্রসঙ্গ দেবে।

(গ) যে উপদেষ্টা পর্ষদের কাছে (খ) ধারার অধীনে একটি প্রসঙ্গ দেওয়া হয়েছে, সেই উপদেষ্টা পর্ষদ প্রসঙ্গ এবং তার সামনে উপস্থাপিত উপকরণগুলি বিবেচনা করার পরে এবং উপযুক্ত সরকারের কাছ থেকে বা উপযুক্ত সরকারের মাধ্যমে বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যে আহ্বান করা কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় বলে মনে হতে পারে এমন আরও তথ্য আহ্বান করার পরে এবং যদি কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে তা করা অপরিহার্য বলে মনে করে বা যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কথা শোনার পরে ব্যক্তিগতভাবে শুনানি করতে চান, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আটক করার যথেষ্ট কারণ আছে কি না সে সম্পর্কে তার মতামত পৃথক অনুচ্ছেদে নির্দিষ্ট করে তার প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আটক করার তারিখ থেকে এগারো সপ্তাহের মধ্যে জমা দিন।

(ঘ) উপদেষ্টা পর্ষদ গঠনকারী সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলে, উক্ত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত পর্ষদের মতামত বলে গণ্য হবে;

(ঙ) যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের অধীনে আটকের আদেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি উপদেষ্টা বোর্ডের কাছে প্রসঙ্গ সম্পর্কিত কোনও বিষয়ে কোনও আইনী পেশাদারের দ্বারা উপস্থিত হওয়ার অধিকারী হবেন না এবং উপদেষ্টা বোর্ডের কার্যধারা এবং তার প্রতিবেদন, প্রতিবেদনের সেই অংশ ব্যতীত যেখানে উপদেষ্টা বোর্ডের মতামত নির্দিষ্ট করা হয়েছে, গোপনীয় থাকবে;

(চ) প্রত্যেক ক্ষেত্রে উপদেষ্টা বোর্ড কোন ব্যক্তিকে আটক রাখার যথেষ্ট কারণ রয়েছে বলে অভিযোগ করলে, উপযুক্ত সরকার আটকাদেশের বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যথাযথ সময়ের জন্য আটক রাখা অব্যাহত রাখতে পারবে এবং যে ক্ষেত্রে উপদেষ্টা বোর্ড তার মতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আটক রাখার পর্যাপ্ত কারণ নেই বলে অভিযোগ করে, সেই ক্ষেত্রে উপযুক্ত সরকার আটকাদেশ প্রত্যাহার করবে এবং সেই ব্যক্তিকে অবিলম্বে মুক্তি দেবে।

এই ধারাটি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২-এর প্রকরণ (৪)-এর উপ-প্রকরণ (ক) এবং প্রকরণ (৭)-এর উপ-প্রকরণ (গ)-এর বিধানগুলিকে নির্দেশ করে এবং উপ-প্রকরণ (খ)-তে বলা হয়েছে যে, সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদের প্রকরণ (৪)-এর উপ-প্রকরণ (ক)-এর অধীনে বোর্ডকে একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে সক্ষম করার জন্য উপদেষ্টা পর্ষদের কাছে একটি উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, ২২ অনুচ্ছেদের পাঠ্যটি এই পর্যায়ে বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

২২) কিছু 'ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার ও আটকের বিরুদ্ধে সুরক্ষা-(১) গ্রেপ্তার হওয়া কোনও ব্যক্তিকে এই ধরনের গ্রেপ্তারের কারণ সম্পর্কে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অবহিত না করে হেফাজতে রাখা হবে না এবং তাকে তার পছন্দের কোনও আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করার এবং রক্ষা করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে না।

(২) গ্রেপ্তারকৃত এবং হেফাজতে আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের স্থান থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময় বাদে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করতে হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তৃত্ব ব্যতীত উক্ত সময়ের বাইরে হেফাজতে রাখা হবে না।

(৩) প্রকরণ (১) এবং (২)-এর কোনও কিছুই প্রযোজ্য হবে না-

(ক) যে কোনও ব্যক্তির জন্য যিনি আপাতত শত্রু বিদেশী; অথবা

(খ) যে কোনও ব্যক্তিকে প্রতিরোধমূলক আটকের বিধানকারী কোনও আইনের অধীনে গ্রেপ্তার বা আটক করা হয়েছে।

(৪) প্রতিরোধমূলক আটকের বিধানকারী কোনও আইন কোনও ব্যক্তিকে তিন মাসের বেশি সময়ের জন্য আটক রাখার অনুমোদন দেবে না যদি না-

(ক) হাইকোর্টের বিচারক হিসেবে নিযুক্ত আছেন, ছিলেন, অথবা নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য

ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি উপদেষ্টা বোর্ড উক্ত তিন মাস মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে রিপোর্ট করেছে যে, তাদের মতে এই ধরণের আটক রাখার যথেষ্ট কারণ রয়েছে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার কোনও কিছুই নির্ধারিত সর্বোচ্চ সময়ের বাইরে কোনও ব্যক্তিকে আটক করার অনুমোদন দেবে না।

ধারা খ-এর উপ-ধারা (খ)-এর অধীনে সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন দ্বারা (অথবা) (৬) এই ধরনের ব্যক্তিকে সংসদ কর্তৃক প্রণীত (৭) ধারার (ক) ও (খ) উপধারার অধীনে সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনও আইনের বিধান অনুযায়ী আটক করা হয়।

(৫) যখন কোনও ব্যক্তিকে প্রতিরোধমূলক আটকের বিধানকারী কোনও আইনের অধীনে প্রদত্ত আদেশ অনুসরণ করে আটক করা হয়, তখন আদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সেই ব্যক্তিকে সেই কারণগুলি জানাবে যার ভিত্তিতে আদেশটি দেওয়া হয়েছে এবং তাকে আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিনিধিত্ব করার দ্রুততম সুযোগ দেবে।

(৬) দফা (৫)-এর কোনও কিছুর জন্য কর্তৃপক্ষকে সেই ধারায় উল্লিখিত কোনও আদেশ দেওয়ার জন্য এমন কোনও তথ্য প্রকাশ করতে হবে না যা প্রকাশ করা জনস্বার্থের বিরুদ্ধে বলে মনে করে।

(৭) সংসদ আইন দ্বারা-

(ক) (৪) প্রকরণ (ক) উপ-প্রকরণ বিধান অনুসারে উপদেষ্টা বোর্ডের মতামত না নিয়ে প্রতিরোধমূলক আটকের ব্যবস্থা করা কোনও আইনের অধীনে যে পরিস্থিতিতে কোনও ব্যক্তিকে তিন মাসের বেশি সময়ের জন্য আটক রাখা যেতে পারে;

(খ) যে কোনও শ্রেণীর কোনও ব্যক্তির সর্বোচ্চ সময়সীমা বা প্রতিরোধমূলক আটকের জন্য যে কোনও আইনের অধীনে মামলার শ্রেণীগুলি আটক করা হবে; এবং

(গ) একটি -এ উপদেষ্টা পর্ষদের দ্বারা অনুসরণ করা পদ্ধতি প্রকরণ (৪)-এর উপ-প্রকরণ (ক)-এর অধীনে তদন্ত।

৯) সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদের (৪) ধারা অনুসারে, প্রতিরোধমূলক আটকের বিধানকারী কোনও আইন কোনও ব্যক্তিকে তিন মাসের বেশি সময়ের জন্য আটক রাখার অনুমতি দেবে না যদি না কোনও উপদেষ্টা বোর্ড ঐ তিন মাসের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে রিপোর্ট করে যে তাদের মতে

এই ধরনের আটকের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। আটকের জন্য পর্যাপ্ত কারণ আছে কিনা তা উপদেষ্টা বোর্ডের একচেটিয়া এখতিয়ারভুক্ত। সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদের (৭) (গ) প্রকরণ অনুসারে, উপদেষ্টা বোর্ড কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি সংসদ আইন দ্বারা নির্ধারণ করতে পারে।

১০) তদনুসারে, সংসদ কর্তৃক প্রণীত সি অ এফ ই পি অ এস এ আইনের ধারা ৮-এ যথাযথ বিধান করা হয়েছে। উক্ত ধারা ৮-এর উপ-ধারা (খ) উপদেষ্টা পর্ষদকে সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদের (৪) ধারার উপ-প্রকরণ (ক)-এর অধীনে প্রতিবেদন তৈরি করতে সক্ষম করার জন্য পরামর্শ দেয়, যেখানে উক্ত ধারা ৮-এর উপ-ধারা (গ), (ঘ) এবং (ঙ) উপদেষ্টা পর্ষদ কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত। ধারা ৮-এর আইইউবি-ধারা (ঙ)-এর পরিপ্রেক্ষিতে, উপদেষ্টা বোর্ডের প্রতিবেদনটি দুটি অংশে হতে হবে। প্রথম অংশে উপদেষ্টা পর্ষদ কর্তৃক প্রদত্ত মূল্যায়ন একটি সম্পূর্ণ গোপনীয় প্রতিবেদনের আকারে থাকতে হবে যা সম্পূর্ণ গোপনীয়। দ্বিতীয় অংশে মতামতের আকারে এই ধরনের মূল্যায়নের ফলাফল রয়েছে। এটি শুধুমাত্র তাঁর মতামতের দ্বিতীয় অংশ যা গোপনীয় নয়, ধারা ৮-এর উপ-ধারা (চ) উপযুক্ত সরকারকে আটকের আদেশ প্রত্যাহার করতে এবং পরামর্শকারী বোর্ড যদি জানায় যে, তার মতে, গর্ভধারণ করা ব্যক্তিকে আটক করার কোনও পর্যাপ্ত কারণ ছিল না, তাহলে সেই ব্যক্তিকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে বাধ্য করে। তবে, যদি মতামতটি অন্যরকম হয় এবং উপদেষ্টা বোর্ড খুঁজে পায় যে ব্যক্তিকে আটক করার জন্য পর্যাপ্ত কারণ ছিল, তবে উপযুক্ত সরকার আটকের আদেশ 'নিশ্চিত' করতে পারে এবং আটক অব্যাহত রাখতে পারে। এই দুটি ঘটনার পরের দিকেই উপযুক্ত সরকারের কাছে বিকল্পটি উপলব্ধ। অতএব, যদি মতামত হয় যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আটক করার জন্য পর্যাপ্ত কারণ ছিল না, তবে উপযুক্ত সরকার ১০ জনকে আটকের আদেশ প্রত্যাহার করে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবিলম্বে মুক্তি দেয়।

১১) ধরম সিং রাঠি [১] এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের একটি সিদ্ধান্ত ছিল, যেখানে অভিযোগ করা হয়েছিল যে উপদেষ্টা বোর্ড নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনও প্রতিবেদন দেয়নি।

"৩.....আইনের ১০ ধারা অনুসারে, বোর্ডের আটকাদেশ অব্যাহত রাখার বা বন্ধ করার জন্য কোনও আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা নেই, তবে শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের কাছে তার প্রতিবেদন জমা দেওয়ার দায়িত্ব রয়েছে। অতএব, এই প্রসঙ্গে, অনুচ্ছেদ ১০(xii) এর সরল পাঠ ইঙ্গিত দেয় যেআবেদনকারীর অভিযোগ, মূলত, বোর্ড নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার

প্রতিবেদন জমা দেয়নি এবং অতএব, তার আটকাদেশ অবৈধ হয়ে গেছে। ...

এই উপসংহারে যে প্রতিরোধমূলক আটক আইন, ১৯৫০-এর ধারা ১০-এ নির্ধারিত পদ্ধতি মেনে চলা হয়নি, পিটিশনটি অনুমোদিত হয়েছিল এবং আটক ব্যক্তিকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। শ্রী রোহতগি, বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী, তবে সেই রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন যা বলেছিল যে উপদেষ্টা বোর্ডের আটক অব্যাহত রাখার বা বন্ধ করার কোনও আদেশ দেওয়ার কোনও ক্ষমতা নেই তবে তার দায়িত্ব ছিল কেবল রাজ্য সরকারের কাছে একটি প্রতিবেদন জমা দেওয়া।

১২) অক্ষয় কোনাই' মামলায় আটক ব্যক্তির পক্ষ থেকে বলা হয় যে, উপদেষ্টা পর্ষদের সিদ্ধান্ত তাঁকে কখনই জানানো হয়নি, আরও বলা হয় যে, উপদেষ্টা পর্ষদের মতামত আটক ব্যক্তিকে জানানো উচিত ছিল যাতে তিনি উক্ত মতামতের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন। এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ এই আবেদনগুলি নিম্নরূপ প্রত্যাখ্যান করেছেঃ

৪) রিট পিটিশনের সমর্থনে অ্যামিকাস কিউরি হিসাবে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী বি দত্ত আবেদনকারীর আটকের বিরুদ্ধে যে প্রথম আপত্তি তুলেছিলেন, তা হল, যদিও উপদেষ্টা পর্ষদ ব্যক্তিগতভাবে আবেদনকারীর কথা শুনেছিল, বোর্ডের সিদ্ধান্ত তাঁকে কখনই জানানো হয়নি। আইনজীবী মতে, এই বাদ দেওয়া আবেদনকারীর আটককে অবৈধ ঘোষণা করে কারণ তিনি কোনও বিচার বিভাগীয় ট্রাইব্যুনাল দ্বারা এই মতামত যাচাই করার জন্য কোনও পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হননি। আমাদের মতে, এই জমা দেওয়া গ্রহণ করা কঠিন। আইনের ১১ ধারার অধীনে উপদেষ্টা পর্ষদকে কেবল উপযুক্ত সরকারের কাছে তার প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। আটককৃত ব্যক্তিকে তার সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য বোর্ডের উপর আইন দ্বারা কোনও বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি, কেবলমাত্র ধারা ১-এর অধীনে বোর্ড আটকাদেশের আদেশ দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তির কথা শোনে যদি সে 'বেসো' শুনতে চায়, তবে কেবল সেই কারণেই আটককৃত ব্যক্তিকে তার সিদ্ধান্ত জানাতে বোর্ডের উপর কোনও আইনি বাধ্যবাধকতা আরোপ করবে না। আইনের কোনও বিধান বা এমন কোনও বাধ্যবাধকতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি যা এই জাতীয় কোনও বাধ্যবাধকতাকে বোঝায়। কোনও ক্ষেত্রে উপদেষ্টা বোর্ডের পক্ষ থেকে এটি করা বাদ দেওয়া আবেদনকারীর আটককে অবৈধ করতে পারে না.....

৫) উপদেষ্টা পর্ষদের আবেদনকারীকে তার মতামত জানানো উচিত ছিল যাতে সে তার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে সক্ষম হয়, এই বক্তব্যটিও ভুল ধারণা। প্রথমত,

আইনের ৯ ধারার অধীনে গঠিত উপদেষ্টা পর্ষদ, যেমন এর নাম বোঝায়, শুধুমাত্র একটি উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করতে হবে। এর মতামত যা কেবল একটি পরামর্শ, তা উপযুক্ত সরকারের জন্য বাধ্যতামূলক কেবল তখনই যদি তার মতে প্রশ্নবিদ্ধ আটকের জন্য পর্যাপ্ত কারণ না থাকেঃ সেই ক্ষেত্রে আটককারীর সম্ভবত কোনও অভিযোগ থাকতে পারে না। যখন বোর্ড রিপোর্ট করে যে প্রশ্নবিদ্ধ আটকের জন্য পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে তখন উপযুক্ত সরকার আটকের আদেশ নিশ্চিত করতে আইনের অধীনে বাধ্য নয়। এটি তা করতে পারে বা নাও করতে পারে। বোর্ডের পরামর্শমূলক মতামত কেবল আটকাদেশের আদেশ নিশ্চিত করা এবং আটক অব্যাহত রাখার প্রশ্ন নির্ধারণে উপযুক্ত সরকারকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। এটি কেবল তখনই উপযুক্ত সরকারের পক্ষে বাধ্যতামূলক যখন এটি আটকাদেশের পক্ষে যায় এবং যখন এটি তার বিরুদ্ধে যায় তখন নয়, এই ধরনের পরামর্শমূলক মতামত বিচার বিভাগীয় আদালত বা ট্রাইবুনেল দ্বারা পর্যালোচনা বা তদন্তের উপযুক্ত বিষয় হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, বোর্ডের কার্যধারা এবং তার প্রতিবেদনটি আইনের ১১ (৪) ধারা দ্বারা স্পষ্টভাবে গোপনীয় বলে ঘোষণা করা হয়, তবে প্রতিবেদনের সেই অংশটি ছাড়া যেখানে তার মতামত নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই বিধানটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে পরামর্শদাতার মতামত কখনই কোনও ট্রাইব্যুনালের সামনে যোগ্যতার ভিত্তিতে বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত নয়। যতদূর পর্যন্ত বোর্ডের চূড়ান্ত মতামত সম্পর্কিত, 'রাজ্য সরকার কর্তৃক আটক আদেশের নিশ্চিতকরণের যোগাযোগ আবেদনকারীকে স্পষ্টভাবে জানিয়েছিল যে বোর্ডের মতামত তার বিরুদ্ধে ছিল।'

১৩) এ. কে. রায় 'এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের একটি সিদ্ধান্তও ছিল। এটি ৯৮ নং অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছেঃ

৯৮) উপদেষ্টা বোর্ডের সামনে মামলা পরিচালনার সময়, বোর্ডের বিবেচনার প্রশ্নটি আটককৃত ব্যক্তি কোন অভিযোগে দোষী কিনা তা নয়, বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আটকের জন্য পর্যাপ্ত কারণ আছে কিনা তা। মনে রাখতে হবে, আটককৃত ব্যক্তি সম্ভাব্যতার প্রাধান্য বা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের পরীক্ষা প্রয়োগ করে প্রমাণিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে নয়। আটককৃত ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিগত সন্তুষ্টির উপর ভিত্তি করে আটককৃত ব্যক্তিকে আটক করা প্রয়োজন যাতে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের প্রতি ক্ষতিকর আচরণ করা থেকে তাকে বিরত রাখা যায়। অতএব, উপদেষ্টা বোর্ডের কার্যক্রম বিচারিক বা আধা-বিচারিক ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম থেকে ভিন্নভাবে গঠন করা উচিত, যার সামনে বিচার করার জন্য একটি আদালত রয়েছে।

১৪.) কালেউট্টা ডক লেবার বোর্ডে প্রশ্ন ছিল যে, প্রিভেনশন ডিটেনশন আইন , ১৯৫০-এর ৩ (১) (এ) (২) ধারার অধীনে আটকের আদেশ ভোগ করার পরে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিষেবাগুলি নিয়োগকর্তা দ্বারা কেবল এই ভিত্তিতে বাতিল করা যেতে পারে যে আটকের আদেশ ছিল, সেই প্রসঙ্গে এই আদালতের তিন বিচারপতির একটি বেঞ্চ মন্তব্য করেছেঃ -

১২) কিন্তু বর্তমান আবেদনে আমাদের যে প্রশ্নটি বিবেচনা করতে হবে তা ভিন্ন চরিত্রের। একজন নাগরিক যদি এই আইনের অধীনে বৈধভাবে আটক হন তবে তিনি স্বাধীনতা হারাতে পারেন; তবুও, এটি কি অনুসরণ করে যে আটক আদেশ যা নাগরিককে তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেছিল তা পরোক্ষভাবে কিন্তু কার্যকরভাবে উক্ত নাগরিককে তার জীবিকা থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে কাজ করা উচিত? যদি আপিলকারীর আধিকারিকদের দ্বারা নেওয়া দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হয় যারা শৃঙ্খলামূলক কার্যধারার চেষ্টা করেছিল, তবে এটি অনুসরণ করা হবে যে যদি কোনও নাগরিককে আটক করা হয় এবং তার আটক রাজ্য সরকার দ্বারা নিশ্চিত করা হয়, তবে তার পরিষেবাগুলি কেবল এবং একমাত্র এই ধরনের আটকের কারণে বাতিল করা হবে। আমাদের মতে, এই ধরনের অবস্থান স্পষ্টতই এবং স্পষ্টতই আইনের শাসনের প্রাথমিক ধারণার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ যার উপর ভিত্তি করে আমাদের সংবিধান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যখন কোনও নাগরিককে আটক করা হয়, তখন তিনি তার বিরুদ্ধে গৃহীত আটকাদেশের আদেশকে বিরোধিতা করতে সফল হতে পারেন না, যদি না তিনি আইনের অধীনে অনুমোদিত ভিত্তি যুক্ত করতে সক্ষম হন। কিন্তু আমরা মিঃ সেনের এই যুক্তির সঙ্গে একমত হতে পারছি না যে, এই ধরনের নাগরিক আটক থেকে মুক্তি পাওয়ার পর, আপিলকারীর মতো একজন নিয়োগকর্তা অবিলম্বে তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা শুরু করতে পারেন এবং তাঁকে বলতে পারেন যে তাঁকে পক্ষপাতদুষ্ট কার্যকলাপের জন্য আটক করা হয়েছে যা অসদাচরণের সমান এবং রাজ্য সরকার উপদেষ্টা বোর্ডের সাথে পরামর্শের পরে আটকাদেশের আদেশটি নিশ্চিত করেছে, এবং তাই তাঁকে তাঁর 'চাকরি' থেকে বরখাস্ত করা যেতে পারে। এটা স্পষ্ট যে উপদেষ্টা বোর্ড নাগরিকের আটকের যথার্থতা বা বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্নটি বিচার করে না যেমন কোনও আদালত করবে; প্রকৃতপক্ষে, তার কাজ তার সামনে রাখা প্রাসঙ্গিক উপাদান এবং আটককৃতদের কাছ থেকে প্রাপ্ত উপস্থাপনা বিবেচনা করা এবং তারপরে আইনের ধারা ১০ (১) দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজ্য সরকারের কাছে তার প্রতিবেদন জমা দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এটি বিতর্কিত নয় যে উপদেষ্টা বোর্ড আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এমন প্রমাণ বিবেচনা করে যা সাধারণভাবে জেরা করে পরীক্ষা করা হয়নি; এর সিদ্ধান্ত মূলত বিচার বিভাগীয় বা আধা-বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের থেকে আলাদা। কিছু ক্ষেত্রে, একজন আটক ব্যক্তিকে শুনানি দেওয়া যেতে পারে; তবে এই ধরনের শুনানি প্রায়শই হয়, যদি

সবসময় অকার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, কারণ আটক কর্তৃপক্ষ যে প্রমাণের উপর নির্ভর করে তা পরীক্ষা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় এবং তার বিরুদ্ধে করা অভিযোগগুলি খণ্ডন করার জন্য উপদেষ্টা বোর্ডের সামনে প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম নাও হতে পারে। তদন্তের প্রকৃতি বিবেচনা করে যা উপদেষ্টা বোর্ড তার প্রকাশ করার আগে অনুমোদিত বা অনুমোদিত, অ্যাডেটেনু আটকের অনুমোদন, আমরা মনে করি, উপদেষ্টা বোর্ডের দ্বারা প্রকাশিত মতামতকে ফৌজদারি আদালতের রায় হিসাবে বিবেচনা করা সম্পূর্ণ ভুল এবং সম্পূর্ণ অনিরাপদ হবে। "যে প্রধান দুর্বলতা অভিযুক্ত আদেশগুলিকে কলুষিত করেছে তা এই সত্য থেকে উদ্ভূত হয়েছে যে উক্ত আদেশগুলি একজন আটক ব্যক্তিকে ফৌজদারি আদালত কর্তৃক তার দোষী সাব্যস্ত করার সমতুল্য, তাই আমরা সন্তুষ্ট যে আপিল আদালত এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের ক্ষেত্রে সঠিক ছিল যে আপিলকারী উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে যে বিভাগীয় তদন্ত করেছিলেন তাতে আপিলকারীর সন্দেহের ভিত্তিতে কাজ করার জন্য উন্মুক্ত ছিল না, এবং যেহেতু আপিলকারীর সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে আটক আদেশের উপর ভিত্তি করে এবং অন্য কিছু নয়, এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, প্রকৃতপক্ষে, উক্ত উপসংহারটি সন্দেহের উপর ভিত্তি করে এবং এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।

১৫) উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপদেষ্টা পর্ষদ কর্তৃক প্রদত্ত মতামতের প্রকৃতি বিচার বিভাগীয় বা আধা-বিচার বিভাগীয় নয়; যে উপদেষ্টা পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত মতামতকে ফৌজদারি আদালতের রায় হিসাবে বিবেচনা করা ভুল এবং অনিরাপদ হবে; যে উপদেষ্টা পর্ষদ নাগরিকের আটকের যথার্থতা বা বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্নটির বিচার করে না, কারণ আইন আদালত করবে, কিন্তু তার কার্যকারিতা সীমিত। অক্ষয় কোনাইতে যেমন বলা হয়েছে, মতামতটি কেবল সরকারকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে করা হয় এবং এটি উপযুক্ত সরকারের উপর বাধ্যতামূলক যদি তারা আটককৃত ব্যক্তির পক্ষে যায় এবং যখন তার বিরুদ্ধে যায় না। উক্ত সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে উপদেষ্টা বোর্ডের মতামত বিচার বিভাগীয় আদালত/ট্রাইবুনেল দ্বারা পর্যালোচনা বা তদন্তের বিষয় হতে পারে না। গোপনীয়তার উপাদানটিও লক্ষ্য করা হয়েছিল এবং দেখা গেছে যে উপদেষ্টা বোর্ডের মতামত কখনই কোনও ট্রাইবুনেলের সামনে যোগ্যতার ভিত্তিতে বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে নয়।

১৬) অভিজ্ঞ অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেলের উপর নির্ভর করা সিদ্ধান্তগুলি প্রতিরোধমূলক আটক ব্যতীত অন্যান্যরা ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত। ভারত ব্যাংক লিমিটেড ৫-এ সমস্যাটি ছিল যে, শিল্প ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত সংবিধানের ১৩৬(১) অনুচ্ছেদের অধীনে আপিলের এখতিয়ারের অধীনে প্রযোজ্য হতে পারে কিনা।

বিজ্ঞ অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এস. ফজল আলী, জে.-এর মতামতের উপর নির্ভর করেছিলেন:-

"এই মামলায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হল বর্তমান আপিলটি এই আদালতের কাছে আদৌ রয়েছে কিনা। প্রশ্নটি অসুবিধা থেকে মুক্ত নয়, তবে সামগ্রিকভাবে আমি মনে করি যে আপিলটি মিথ্যা। এটি সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত যে সংবিধানের ১৩৬ খ অনুচ্ছেদের পরিধি খুব বিস্তৃত, তবে বিভাগে ব্যবহৃত ভাষার তাৎপর্য কেবল তার পূর্ববর্তী নিবন্ধগুলির সাথে তুলনা করে প্রশংসা করা যেতে পারে। ১৩২ অনুচ্ছেদে সংবিধানের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আইনের একটি উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন জড়িত ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের আপিল এখতিয়ারের কথা বলা হয়েছে এবং সেই অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত শব্দগুলি হলঃ "যে কোনও রায়, ডিক্রি বা চূড়ান্ত আদেশ থেকে আপিল"। ১৩৩ অনুচ্ছেদে দেওয়ানি বিষয়ে আপিলের কথা বলা হয়েছে এবং এখানেও একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। '১৩৪ অনুচ্ছেদে ফৌজদারি বিষয়ে আপিলের কথা বলা হয়েছে, এবং এতে ব্যবহৃত শব্দগুলি হলঃ "আপিল... যে কোনও রায়, চূড়ান্ত আদেশ বা সাজা থেকে।" ১৩৬ অনুচ্ছেদে, ১৩২ এবং ১৩৩ অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত "রায়" এবং "ডিক্রি", ডি "শব্দগুলি বজায় রাখা হয়েছে, একইভাবে, ১৩৪ অনুচ্ছেদে" রায় "এবং" বাক্য "শব্দগুলিও বজায় রাখা হয়েছে। কিন্তু "চূড়ান্ত আদেশ" অভিব্যক্তিটি "আদেশ" হয়ে ওঠে এবং হাইকোর্টের পরিবর্তে "যে কোনও আদালত"-এর উল্লেখ করা হয়। নিবন্ধে আরও কিছু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা আমার কাছে মনে হয় -এর একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে, এগুলি হল "সংকল্প", "কারণ" বা বিষয় "এবং" ট্রাইব্যুনাল "। এটা স্পষ্ট যে এই শব্দগুলি ১৩৬ অনুচ্ছেদের পরিধি ব্যাপকভাবে প্রসারিত করে। তারা দেখায় যে কোনও কারণে" কোনও ট্রাইব্যুনাল "-এর নির্ধারণ বা আদেশ থেকেও আপিল করা হবে বা বিষয়।

৬) তাহলে কি আমরা বলতে পারি যে একটি শিল্প ট্রাইব্যুনাল ১৩৬ অনুচ্ছেদের আওতায় পড়ে না? যদি আমরা নিছক লেবেল দিয়ে যাই, তবে উত্তরটি অবশ্যই ইতিবাচক হতে হবে। তবে আমাদের আরও দেখতে হবে এবং দেখতে হবে যে ট্রাইব্যুনালের প্রধান কাজগুলি কী এবং কীভাবে এটি সেই কাজগুলি সম্পাদন করতে এগিয়ে যায়। এটি প্রয়োজনীয় কারণ আমি এটি বোঝাতে চাই যে জি ট্রাইব্যুনাল থেকে এই আদালতে আপিল করার আগে এটিকে অবশ্যই কোনও ধরণের বিচারিক কাজ সম্পাদন করতে হবে এবং অংশ নিতে হবে আদালতের চরিত্রের কিছু পরিমাণে।

৭) এখন কোনও সন্দেহ নেই যে শিল্প ট্রাইব্যুনাল একটি সুপরিচিত অভিব্যক্তি ব্যবহার করে, "আদালতের সমস্ত ট্র্যাপিং" এবং এমন কাজ সম্পাদন করে যা বিচার বিভাগীয় হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না।

যে নিয়মাবলী দ্বারা ট্রাইব্যুনালের কার্যধারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই নিয়মাবলী থেকে এটা স্পষ্ট যে ট্রাইব্যুনালের কার্যধারা এমন একটি আবেদনের ভিত্তিতে শুরু হয়, যা অনেক দিক থেকে একটি অভিযোগ প্রকৃতির। কোনও মামলার বিচার করার সময়, আবিষ্কার, পরিদর্শন, মুলতুবি মঞ্জুর, হলফনামায় নেওয়া প্রমাণ গ্রহণ, সাক্ষীদের উপস্থিতি কার্যকর করা, নথি পেশ করতে বাধ্য করা, কমিশন জারি করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে দেওয়ানি কার্যবিধির অধীনে দেওয়ানি আদালতে যে ক্ষমতা ন্যস্ত রয়েছে তার সমান ক্ষমতা রয়েছে। ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮০ এবং ৪৮২ ধারার অর্থের মধ্যে এটি একটি দেওয়ানি আদালত হিসাবে বিবেচিত হবে। এটি কার্যধারার যে কোনও পর্যায়ে সাক্ষ্য গ্রহণ এবং আহ্বান করতে পারে এবং শপথ নেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এর সামনে উপস্থিত পক্ষগুলির পরীক্ষা, জেরা এবং পুনরায় পরীক্ষা করার এবং সমস্ত প্রমাণ আহ্বান করার পরে এটিকে সম্বোধন করার অধিকার রয়েছে। একটি পক্ষ তার অনুমতি নিয়ে একজন আইনজীবী দ্বারাও প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।

৮) বিষয়টি এখানেই থেমে থাকে না। এই ট্রাইব্যুনালের প্রধান কাজ হল শিল্প বিরোধের বিচার করা, যার অর্থ হল দ্বন্দ্বপূর্ণ মামলাগুলির ক্ষেত্রে অবশ্যই দুই বা ততোধিক পক্ষ থাকতে হবে এবং কীভাবে বিরোধের অবসান ঘটাতে হবে সে সম্পর্কেও একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। অতএব, প্রাথমিকভাবে, এই ধরনের ট্রাইব্যুনালকে ১৩৬ অনুচ্ছেদের আওতা থেকে বাদ দেওয়া যায় না, তবে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশের আগে এই বিষয়ে কিছু যুক্তি প্রকাশ করা যেতে পারে যা উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে পেশ করা হয়েছে।

১৭) একইভাবে, কলম্বিয়া স্পোর্টসওয়্যার কোম্পানি ®-এর সিদ্ধান্তের উপরও নির্ভরতা রাখা হয়েছিল সেই ক্ষেত্রে বিষয়টি ছিল যে ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের XIX-B অধ্যায়ের অধীনে প্রতিষ্ঠিত অগ্রিম রায় (আয়কর) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত একটি অগ্রিম রায়কে সংবিধানের ২২৬ এবং ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে উচ্চ আদালতে বা সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদের অধীনে এই আদালতে বিরোধিতা করা যেতে পারে কিনা। সিদ্ধান্তের ১৫ অনুচ্ছেদে বিজ্ঞ অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল দ্বারা রিলায়েন্স রাখা হয়েছিল, যা নিম্নলিখিত প্রভাবের জন্য ছিলঃ -

"যেহেতু ধারা ২৪৫-এস স্পষ্টভাবে আবেদনকারী, লেনদেনের ক্ষেত্রে এবং কমিশনার এবং তাঁর অধীনস্থ আয়কর কর্তৃপক্ষের উপর অগ্রিম রায় বাধ্যতামূলক করে, কর্তৃপক্ষ বিচার বিভাগীয় ক্ষমতায় কাজ করা একটি সংস্থা। এইচ. এম. সেরভাই তাঁর বই কনস্টিটিউশনাল ল অফ ইন্ডিয়া (৪র্থ সংস্করণ)-এ পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করার সময়,

অনুচ্ছেদ ১৬,৯৯-এ বিচার বিভাগীয় কার্যাবলী চিহ্নিত করার জন্য অধ্যাপক ডি স্মিথের ১৫০২-এর বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা থেকে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ

"একটি কর্তৃপক্ষ বিচারিক ক্ষমতার মধ্যে কাজ করে যখন, তদন্ত এবং আলোচনার পরে, এটি একটি কাজ সম্পাদন করে বা এমন একটি সিদ্ধান্ত নেয় যা বাধ্যতামূলক এবং চূড়ান্ত এবং ব্যক্তির অধিকারের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করে বা প্রভাবিত করে।"

অতএব, আমাদের মনে কোনও সন্দেহ নেই যে কর্তৃপক্ষ আইনের XIX-B অধ্যায় দ্বারা প্রদত্ত বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগকারী একটি সংস্থা এবং সংবিধানের ১৩৬ এবং ২২৭ অনুচ্ছেদের অভিব্যক্তিটির অর্থের মধ্যে একটি ট্রাইব্যুনাল।

১৮) অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেলের উপর নির্ভরশীল এই দুটি সিদ্ধান্তই সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ছিল, এটি সর্বজনবিদিত যে যেখানেই কোনও সংস্থা বিচার বিভাগীয়/আধা বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করছে এবং সংবিধানের ১৩৬ ও ২২৭ অনুচ্ছেদের অভিব্যক্তিগুলির অর্থের মধ্যে একটি ট্রাইব্যুনাল, সেখানে এইভাবে প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলি বিরোধিতার যোগ্য।

১৯) কিন্তু বর্তমান বিষয়ের মূল বিষয় হল, সি অ এফ ই পি অ এস এ আইনের ৮ (খ) ধারার অধীনে প্রদত্ত একটি প্রসঙ্গ অনুসারে উপদেষ্টা পর্ষদ যখন কোনও মতামত দেয়, তখন তার ক্ষমতার প্রকৃতি। উপদেষ্টা পর্ষদের প্রতিবেদন, তার মতামত ব্যতীত, কঠোরভাবে গোপনীয় এবং উপদেষ্টা পর্ষদ তার প্রতিবেদন ও মতামত দেওয়ার ক্ষেত্রে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তার প্রকৃতি এই আদালত ইতিমধ্যে উপরে উল্লিখিত মামলাগুলিতে যেমন ধরম সিং রাঠি, অক্ষয় কোনাই, এ কে রায় এবং কলকাতা ডক লেবার বোর্ডের ক্ষেত্রে ঘোষণা করেছে। আমরা এই সিদ্ধান্তগুলি অনুসরণ করি এবং উপদেষ্টা বোর্ডের ২২.০৭.২০১৯ তারিখের মতামতকে বিরোধিতা করার জন্য বর্তমান পিটিশনটিকে 'রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয়' বলে ধরে রাখি।

২০) অতএব, আপিলের জন্য বিশেষ অনুমতির আবেদন খারিজ করা হয়।

২১) উপরে বর্ণিত উপদেষ্টা বোর্ডের মতামত এবং ২০১৯ সালের ৭০১৬ নং আপিল (ফৌজদারি) আর্জি খারিজ করার পরিপ্রেক্ষিতে, ২০১৯ সালের ২২০ নং রিট পিটিশনে (ফৌজদারি) কোনও আদেশের জন্য আহ্বান করা হয়নি, যেমন বলা হয়েছে যে রিট পিটিশন রিট, আদেশ বা নির্দেশের জন্য প্রার্থনা করে।

২২) উপরে বর্ণিত কারণগুলির জন্য, 'হ্যাপি অরবিন্দ কুমার ঢাকাদ' নামে আটককৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত ২০১৯ সালের ৮৭ নং প্রসঙ্গ বোর্ডে উপদেষ্টা বোর্ড কর্তৃক গৃহীত মতামতের বিরুদ্ধে আবেদনকারীর দ্বারা আবেদন করার জন্য বিশেষ অনুমতি (ফৌজদারি) নং ৭০২১-এর আবেদনটিও রক্ষণযোগ্য নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। অতএব, আপিলের জন্য বিশেষ অনুমতি দেওয়ার আবেদন খারিজ করা হয়েছে।

২৩) ২০১৯-এর রিট পিটিশন (ফৌজদারি) নং ২১০ অন্যান্যরা বিষয়ের মধ্যে উপরোক্ত আটককৃত 'হ্যাপি অরবিন্দ কুমার ধাকড়'-এর বিরুদ্ধে গৃহীত ১৭.০৫.২০১৯ তারিখের আটকের আদেশ বাতিল করার জন্য রিট আদেশ বা নির্দেশের জন্য অনুরোধ করেছে। আবার, ২০১৯-এর প্রসঙ্গ No.৮৭-এ উপদেষ্টা বোর্ডের মতামত এবং ২০১৯-এর স্পেশাল লিভ আর্জি (ফৌজদারি) নং ৭০২১-এর বরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে কোনও পৃথক আদেশের জন্য আহ্বান করা হয় না। তাই এই রিট পিটিশনটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

অঙ্কিত জ্ঞান

বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করা হয়েছে

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal